দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

নতুন আঙ্গিকে বর্ণাঢ্য কম্পিউটার মেলা

হাসান হাফিজ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি কীভাবে অর্জিত হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলবেন তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি খাতের কথা। চলতি একবিংশ শতাব্দী হচ্ছে কম্পিউটারের শতাব্দী। শুধুমাত্র জনশক্তি রফতানি কিংবা পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন হয়ত কোনদিনই সম্ভব নয়। ইতোমধ্যেই সেসব লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে।

তথ্য, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ বর্তমান বাংলাদেশে বিকাশমান একটি খাত। এই খাতের উত্তরোত্তর বিকাশ সাধনে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস) উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বিশেষ করে মেধাবী তরুণসমাজের মধ্যে জ্ঞান ও প্রযুক্তির এই সেক্টরটি দারুণ আকর্ষণ সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এখন চলছে বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০৩। এটি বিসিএসের চতুর্দশ আয়োজন। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চা, জ্ঞান অন্বেষণে তারুণ্যের মেলা বসেছে কম্পিউটার মেলায়। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের অভ্যন্তর ও বহিরাঙ্গন এখন তথ্যপ্রযুক্তি জগতের প্রতি উৎসুক তরুণসমাজের অদম্য আগ্রহের এক উৎস। রবিবার এখানে শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী বিসিএস কম্পিউটার শো টু থাউজ্যান্ড থ্রী। বর্ণাঢ্য এই কম্পিউটার মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মোরশেদ খান। এবারের মেলার আয়োজন ও পরিসর বিগত মেলাগুলোর তুলনায় বিশাল ও বহুমাত্রিক। নতুন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে চারটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রথমবারের মতো সরাসরি অংশগ্রহণ, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা এবং সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ইনডিভিজুয়্যাল ডেভেলপারদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা। ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের ২২৬টি স্টল রয়েছে এবারের তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল এই আয়োজনে। আরও আছে ওয়েবসাইট টেলিভিশনের ডেমনেস্ট্রেশন, টেলিমেডিসিন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য কিছু নতুনত্বের সংযোজন। প্রবেশ টিকিট জনপ্রতি ২০ টাকা। তবে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উদ্যোক্তারা রাজধানী ঢাকার স্কুলে স্কুলে একটি বিশেষ স্টিকার দিয়েছেন। উই আর দ্য ফিউচার লেখা এই স্টিকার সঙ্গে থাকলে বহনকারীর কোন টিকিট লাগবে না। প্রথম দিনে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত টিকিট ছাড়াই ক্রেতা-দর্শকদের মেলা প্রাঙ্গণে ঢুকতে দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যা ছ'টায় টিকিট বিক্রি শুরু হয়। উদ্বোধনী দিনে রবিবার প্রায় দশ হাজার দর্শক মেলায় এসেছেন। এ তথ্য জনকণ্ঠকে জানালেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) যুগ্ম সম্পাদক ও মেলা কমিটির আহ্বায়ক আলী আশফাক। বিসিএস সভাপতি মোঃ সবুর খান বলেছেন, দেশীয় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো নিজস্ব সামর্থ্য ও মেধা প্রয়োগ করে বিশ্বের ১৭টি দেশে সফটওয়্যার রফতানি করছে। তিনি দুঃখ করে বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তা উভয়েই আন্তরিক থাকার পরও সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক উন্নয়নের দৃঢ় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়নি। কম্পিউটারাইজেশনের ক্ষেত্রে তিনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে– প্রতিটি মন্ত্রণালয় তথা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার কেনা নয় বরং কম্পিউটারাইজেশনের ওপর দৃষ্টি দিতে হবে। বিদেশে আমাদের হাইকমিশন ও দূতাবাসগুলোকে সফটওয়্যার এবং আইসিটিভিত্তিক সেবার কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় করে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ফোরামে কম্পিউটারের সংশ্লিষ্ট কাজ যেন বাংলাদেশকে দেয়া হয়, সেরকম আবেদন জানাতে হবে। এবারের কম্পিউটার শোর স্লোগান হচ্ছে 'যেখানে প্রযুক্তি জনগণের সঙ্গে একাত্ম'। এবারের আয়োজনে থাকছে মোট ২১টি সেমিনার, বিসিএস আইসিটি বৃত্তিপ্রদান, কম্পিউটার মেলা নিয়ে প্রকাশিত সাংবাদিকদের রিপোর্টের ওপর পুরস্কার, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত সফটওয়্যার নির্মাতাদের পুরস্কৃত করা ইত্যাদি। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকছে ক্রেতা-দর্শকদের জন্য। বিদেশের যে চারটি কোম্পানি অংশ নিচ্ছে সেগুলো হচ্ছে– ইউরোপীয় কমিশন, মালয়েশিয়ার কোম্পানি রেডটোন, কোরিয়ার কোম্পানি স্যামসাং এবং যুক্তরাজ্যের এনসিসি।

নতুন বৈশিষ্ট ঃ চারটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অংশগ্রহণ, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ইনডিভিজুয়্যাল ডেভেলপারদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা

মেলায় বৈশাখী ভট টিভি ওয়েবসাইট টেলিভিশন ডেমনেস্ট্রেট করে দেখাচ্ছে। র‍্যাঙ্কস গ্রুপের এই টিভি এখন চলছে সম্পূর্ণ বিনোদনের অনুষ্ঠান দিয়ে। ভবিষ্যতে সংবাদ প্রচারের পরিকল্পনাও রয়েছে তাদের। জানালেন এই সংস্থার কর্মকর্তা সাইদুল হক। ডেস্টা নেটওয়ার্ক সিস্টেম বাংলায় কার্টুন সিডি প্রকাশ করেছে দু'টি। নাম রূপকথা। আধঘণ্টা একেকটার সময়। এই সিডিগুলোর মূল্য রাখা হয়েছে এক শ' টাকা ও দু' শ' টাকা। এ রকম নানা আয়োজনে বিশাল পরিসরে কম্পিউটার মেলা এবার সমৃদ্ধ। তারুণ্যের আসরে দিনরাত চলছে তথ্যপ্রযুক্তি জগতের নানা দিকের উন্মোচন। মেলায় হিন্দী গান, ইংরেজী গান তথা বিনোদন বন্ধ করা হয়েছে এবার। উদ্বোধনী দিনের সন্ধ্যায় মাইকে সে ঘোষণা শোনা গেল বার বার। মেলা কমিটির আহ্বায়ক আলী আশফাক এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, এবছর গতবারের তুলনায় কম্পিউটার এবং একসেসরিজের মূল্য গড়ে ১০ শতাংশ কমেছে। আমরা তরুণ প্রজন্মের কাছে আমাদের সব প্রচেষ্টা ছড়িয়ে দিতে চাই। সেজন্যই স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে মেলায় প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।